দৈনিক সংবাদ

তারিখ 03 JAN 1987
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

003

সংবাদ

ঢাকা : শনিবার, ১৮ই পৌষ, ১৩৯৩

ভুয়া শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

ভুয়া শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সনাক্ত করতে সরকার টাস্ক ফোর্স গঠন করবেন বলে শিক্ষামন্ত্রী জনাব মাহবুবুর রহমান জানিয়েছেন। অবস্থার কত অবনতি ঘটলে পরিস্থিতি মোকাবেলায় টাস্ক ফোর্স গঠনের কথা চিন্তা করতে হয় তা কারো অজানা নয়। ভুয়া শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কি পরিমাণে বেড়েছে এ থেকে তা অনুমান করা চলে।

দেশের সর্বক্ষেত্রেই যেখানে 'ভুয়াদের' অস্তিত্ব রয়েছে সেখানে শিক্ষাক্ষেত্রে তারা থাকবে না এমনটি হয়ত আশা করা যায় না। বিভিন্ন কল-কারখানায় ক্ষমতাসীন শ্রমিক সংগঠনগুলো ভুয়া শ্রমিকের নামে মাসে লক্ষ লক্ষ টাকার 'মজুরি' লোপাট করে নেয় বলে অভিযোগ রয়েছে। ক'দিন আগেই রংপুরে সড়ক ও জনপথ বিভাগের ৫০ জন ভুয়া কর্মচারী ধরা পড়েছে। মাঝে-মধ্যে পত্র-পত্রিকায় ভুয়া পুলিশ কর্মকর্তার খবর পর্যন্ত ছাপা হয়। ভুয়া শিল্প-কারখানা, ভুয়া শিল্পপতি মায় ভুয়া রাজনীতিক পর্যন্ত আমরা কম দেখি না। এত কিছুর পরেও শিক্ষাক্ষেত্রে 'ভুয়া' কারবার দেখলে উদ্বেগটা বাড়ে এই কারণে যে, শিক্ষাকেই জাতির মেরুদণ্ড বলে গণ্য করা হয়।

অবশ্য শিক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রেও ভুয়া ব্যক্তিদের তৎপরতা কম নয়। আজকাল পরীক্ষা দেয় বেশকিছু 'ভুয়া ছাত্র', রাম পরীক্ষা দিয়ে শ্যামকে পাস করায়। ভুয়া মার্কশীট নিয়ে মেডিক্যাল কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবার পর অনেকে ধরাও পড়েছে। এমনকি সম্প্রতি পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, বৃত্তি নিয়ে যারা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিদেশে গেছে তাদের মধ্যে শতকরা দশজনেরও বেশী ভুয়া নম্বরপত্র এবং ভুয়া সার্টিফিকেটের আশ্রয় নিয়েছে। 'পাখি' উড়ে যাবার পরই অবশ্য এগুলো ধরা পড়েছে। কিন্তু সকল কিছুকে বোধহয় ছাড়িয়ে গেছে ভুয়া শিক্ষক ও ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেহেতু আছে কাজেই ভুয়া শিক্ষক ও ছাত্রও সেখানে নিশ্চয়ই দেখানো হয়ে থাকে।

কাজীর গরুরূপী এই ভুয়া বিদ্যালয়গুলো গোয়ালে না থাকলে এতটা আপত্তি ছিল না, যদি তারা কেতাবে থেকেই গোয়ালের খাবারগুলো না খেতো। আর ভুয়া শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকবার কারণও আসলে এটাই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বছরে বছরে সরকারী মঞ্জুরি পায়। শিক্ষক-শিক্ষিকারা পান আংশিক বা পুরো সরকারী বেতন। ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ভুয়া শিক্ষকের নামে নেপথ্য নায়করা তা আত্মসাৎ করেন। মুদ্রাস্ফীতিসহ বিভিন্ন কারণে শিক্ষাসহ প্রায় সকল ক্ষেত্রে সামগ্রিক বরাদ্দ বাড়লেও দেশের বাজেট যে হারে বেড়েছে সেহারে শিক্ষা-ক্ষেত্রে বরাদ্দ বাড়েনি। হিসেব থেকে দেখা যায় অন্যান্য খাতের তুলনায় শতকরা হিসেবে শিক্ষা-ক্ষেত্রে বরাদ্দ গত কয়েক বছর ধরেই কমছে। বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায়ও অনেক কম। আর এই কম বরাদ্দেরও একটা উল্লেখযোগ্য অংশ যদি ভুয়া শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো খেয়ে ফেলে তাহলে শিক্ষার উন্নয়ন কতটুকু আশা করা যায়?

পত্র-পত্রিকার প্রতিবেদন পড়ে মনে হয় ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের কাগুজে অস্তিত্ব বেশীর ভাগই মফস্বলে। এমনিতেই মফস্বলে বিশেষ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর মান আশানুরূপ নয়। অনেক শিক্ষক শিক্ষাদানের ব্যাপারে ততটা মনো-যোগী নন। তার ওপর অস্তিত্বহীন শিক্ষক ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান মফস্বলে বেশী থাকায় শিক্ষাক্ষেত্রে শহর ও গ্রামাঞ্চলে পার্থক্য আরো বাড়ছে।

বিলম্বে হলেও সরকার ভুয়া শিক্ষক ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সনাক্ত করতে উদ্যোগী হওয়ায় আপাতত আশ্বস্ত বোধ করা চলে। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে ভুয়া শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এতবড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো কি করে? নিয়মানুযায়ী কোন শিক্ষা প্রতি-ষ্ঠান সরকারী সাহায্য এবং স্বীকৃতি পাবার আগে সবকিছু বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করে দেখার কথা। এমনতো নয় যে একজন একটা দরখাস্ত দিয়ে একটি নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করার কথা বললো আর অমনি সরকার তাকে স্বীকৃতি দিয়ে দিলেন কিংবা দরখাস্তে বর্ণিত শিক্ষকদের বেতন-ভাতা প্রদান শুরু করলেন। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং উর্ধতন শিক্ষা কর্ম-কর্তারা সন্তুষ্ট হবার পরই স্বীকৃতির প্রশ্ন আসে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষকদের অস্তিত্ব আছে কিনা আগে তা সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক এবং কর্ম-কর্তাদের সরজমিনে পরিদর্শন করে দেখার কথা। সাক্ষ্য-সাবুদ নেবার কথা বিভিন্ন সূত্র থেকে। এসব নিয়ম যথাযথভাবে পালন করা হলে ভুয়া শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষকের ভূতুড়ে অস্তিত্ব থাকতে পারে না। গণ্ডগোলটা বাধতে পারে সর্ষেয় ভূত থাক-লেই। জনপ্রতিনিধি, শিক্ষা পরিদর্শক এবং সংশ্লিষ্ট অন্য কর্মকর্তারা যদি তাদের দায়িত্ব ঠিকমত পালন না করেন কিংবা নিজেরাই দুর্নীতিতে জড়িয়ে থাকেন তাহলে তো গৌরী সেনের টাকা লোপাট হবেই।

কাজেই টাস্ক ফোর্স গঠন করে কেবল ভুয়া শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করলেই হবে না, যাদের কর্তব্যে অবহেলা কিংবা দুর্নীতির কারণে এটি এখন বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদেরকেও সঙ্গে সঙ্গে সনাক্ত করে শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।